বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার

তানিমুল বারি ও তারেক এম বরকতউল্লাহ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় সরকারের বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি সংস্থাগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক নানা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে বেশ কিছু সেবা ই-সেবায় পরিণত হয়েছে। এমনকি তৃণমূল পর্যায়েও জনগণ এ সেবা গ্রহণ করছে। বর্তমান সরকার ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার অংশ হিসেবে ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (এনইএ) প্রকল্পটি ২০১৪ সালের নভেম্বরে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের অধীনে লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স প্রকল্প এনইএ বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করছে।

প্রথম ধাপ ছিল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়য় বাস্তবায়নাধীন এটুআই প্রকল্প, সব মন্ত্রণালয় সাথে আলোচনা ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করা। এর পাশাপাশি এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোয় অনুসৃত নীতিমালা এবং চর্চাগুলো সংগ্রহ করা। এরপর সংগৃহীত ইনপুট এবং সিদ্ধান্তগুলোকে ভিত্তি করে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল এবং এর কনসালট্যান্টরা এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচারের নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন। এ কাজে এটুআই প্রকল্প তাদের ই-সেবা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার

ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার জাতীয় ই-সেবার সমন্বিত কাঠামো। যুক্তরাষ্ট্রে এটি ফেডারেল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার নামে পরিচিত। জাতীয় ই-সেবা কাঠামোকে গভর্ন্যান্স এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার হিসেবেও অভিহিত করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের তথ্যব্যবস্থা, প্রক্রিয়া, অঙ্গ-সংগঠন এবং লোকবল কীভাবে সমন্বিত উপায়ে কাজ করবে, তা এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ব্যাখ্যা করে। এটি একটি ফ্রেমওয়ার্ক, যা বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথোপযুক্ত ই-গভর্ন্যান্স প্রচেষ্টা নেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন অর্জনে পথনির্দেশনা ও সাহায্য করবে। এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচারের মূল ভিত্তি হলো সেবামুখী নকশা (Service Oriented Architecture) ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় বেশ

বিনিয়ার মাধ্যমে তথ্যসেবা

কিছু ওয়েব সার্ভিস একই সার্ভিসের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে বার্তা প্রবাহ বিনিময়, রাউটিং, রূপান্তর ইত্যাদি করে থাকে।

কেন ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার

সব জাতীয় ও নাগরিক সেবা ও তথ্যের সহজ সংযোগ নিশ্চিত করে। জাতীয় ও নাগরিক সেবার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি সামষ্টিক ব্যবস্থা (Holistic approach)। এটি সার্বিক প্রক্রিয়াগুলোর আন্তঃপরিবাহীতা (Interoperability) নিশ্চিতকরণে সাহায্য করে। তথ্য ব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেবা প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে। সেবা পুনর্ব্যবহারের সম্ভাবনা বাড়ায়, অনাবশ্যক দ্বৈততা কমাতে পারে এবং এই প্রক্রিয়া খরচ কমাতে সাহায্য করে। বাস্তবায়ন করা হলে এটি open government 2.0 অর্জনের দিকে আমাদের দেশকে এগিয়ে দেবে।

ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচারের উপাদানগুলো

ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচারের নকশা এবং কাঠামো প্রণয়ন–

ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল টোগাফ (TOGAF– The Open Group Architecture Framework) ফ্রেমওয়ার্ককে নির্বাচিত করেছে। এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার বাস্তবায়নের জন্য TOGAF বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। এটি একটি ওপেনসোর্স ফ্রেমওয়ার্ক, যেখানে কোনো লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয় প্রযোজ্য নয়। সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সাথে আলোচনা করে TOGAF নির্দেশিত নীতিমালা, অনুসরণীয় চর্চা, কাঠামো, আর্কিটেকচার যেমন– কার্যপ্রণালী (Business), তথ্যব্যবস্থা (Information System), অ্যাপ্লিকেশন (Application), প্রযুক্তি (Technology) প্রভৃতির পাশাপাশি নিরাপত্তা (Security) এবং ই-গভর্ন্যান্স ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক (e-GIF) বাস্তবায়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বিনিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনিক মান উন্নয়ন

Dimension	Government 1.0	Government 2.0
Operating model	• Siloed • Hierarchical	• Integrated • Collaborative
Models of service delivery	• One-size-fits-all • Single-channel	• Personalized • Multi-channel
Performance measures	• Output-oriented • Closed	• Outcome-driven • Transparent
Citizen involvement	• Spectator	• Participant